৯. যীশুর বিচার ও ক্রুশারোহন সমন্ধীয় ঘটনাবলী

২৩০. মার্থা ও মরিয়ম তাদের ভাই, যীশুর প্রিয় বন্ধু লাসারকে সুস্থ্য করার জন্য যীশুকে বৈথনীয়ায় জলপাই পাহাড়ে আসতে বললো, কিন্তু যীশু ঈশ্বরের যেন প্রশংসা হয় তাই দুই দিন দেরী করে গেলেন। তার হত্যাকারীরা তাকে সেখানে খুজে বেড়াচ্ছে বলে তার শিষ্য থোমা তাকে সাবধান করে দিল। যখন তিনি সেখানে পৌছালেন ততদিনে লাসার মারা গেছে চার দিন হয়ে গেছে এবং যীশু তার পরিবারের সাথে গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন ও কাঁদলেন। পরে তিনি কবরের দরজা খুলে ফেলতে বললেন এবং সবার সামনে প্রার্থনা করার পর, *তিনি লাসারকে কবরের ভিতর থেকে উঠে আসতে বললেন* এবং লাসার কবরের কাপড় পরা অবস্থায় সেখানে আসলেন। এতে করে অনেক যিহুদীই তাকে বিশ্বাস করলো, কিন্তু এর মধ্যে আবার কেউ কেউ ফরীসীদের কাছে যীশু যা করেছিলেন তা বললো অতএব প্রধান ফরীশীরা সভা করলো **মহাযাজক কায়ফা** ***ভবিষ্যতবাণী করলেন যে যিহুদী জাতির জন্য যীশু মরবেন,*** কেবল যিহুদী জাতির জন্যই নয় কিন্তু ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তাদের জন্যও তিনি মরবেন। সেইজন্য, যীশু খোলাখুলিভাবে লোকালয়ে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন এবং মরু এলাকার কাছে ইফ্রয়িম নামে একটা গ্রামে শিষ্যদের নিয়ে থাকতে লাগলেন (যোহন ১১)।

২৩১. যীশু *১০ জন কুষ্ট রোগীকে সুস্থ্য করেন* এবং যাজকদের কাছে তাদেরকে দেখাতে বললেন কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজন শমরীয় বিদেশী তাকে ধন্যবাদ দিতে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে ফিরে এলো। পরে ফরীসীরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে এবং তিনি বললেন যে ঈশ্বরের রাজ্য আসাকে কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তা তোমাদের মধ্যে আসে। ***তার দুঃখভোগ করবার পর এবং এই কালের লোকদের কাছে অগ্রাহ্য হবার পর ও শিষ্যদের দ্বারা ধরিয়ে দেয়ার পর, বিদ্যুৎ যেমন আকাশের নিচে এক দিক থেকে চমকালে আকাশের নিচে অন্যদিক পর্যন্ত আলোকিত হয়, মনুষ্যপুত্র আপনার দিনে সেরূপ হবেন, তাদের এক জনকে তুলে নেয়া হবে, এবং অন্য জনকে ছেড়ে যাওয়া হবে*** (যোহন ১৭)।

২৩২. যীশু তার শিষ্যদের বিরতিহীন প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলবার জন্য, এক বিধবা ও অধার্মিক বিচারকর্ত্তার গল্প বললেন যে শেষ পর্যন্ত তার কাতর আকুতি শুনলেন। ঈশ্বর যে বিনয়ীর খোজ করে থাকেন তা দেখাতে ও কারা ধার্মিক তা বুঝাতে গিয়ে যীশু তার শিষ্যদেরকে নিজ নিজ প্রার্থনাকারী, ফরীশী এবং কর আদায়কারীর গল্প বললেন। শিষ্যরা যখন আশির্ব্বাদের জন্য বাচ্চাদের নিয়ে পিতা-মাতাদের যীশুর কাছে আসতে বাধা দিলো, যীশু তখন তাদের ভুল শুধরে দিলেন এবং বাচ্চাদেরকে কাছে ডেকে এই কথা বললেন যে স্বর্গরাজ্য এই মত লোকদেরই (মথি ১৯; মার্ক ১০; লূক ১৮)।

২৩৩. এক যুবক শাসক যীশুকে ভালো শিক্ষক সম্মোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন যে অনন্ত জীবন পেতে হলে তাকে কি করতে হবে, কিন্তু তাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করা এবং প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে বলার আগে, যীশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন সে কেন তাকে সৎ শিক্ষক বলছে কারন **ঈশ্বর ছাড়া কেউই সৎ নয়।** সে শাসক বললো ছেলেবেলা থেকে এখন পর্যন্ত আমি এ সব পালন করে আসছি, যীশু ভালোবেসে তখন তাকে নিখুত হবার জন্য বললেন যে স্বর্গে ধন পাবার জন্য তার সমস্ত কিছু বিক্রয় করে গরীবদেরকে দান করতে এবং তাকে অনুসরন করতে। কিন্তু শাসক মানক্ষুন্ন হয়ে চলে গেলো, এতে করে যীশু তার শিষ্যদের বললেন যে ধনী লোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা থেকে উটের সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা সহজ হবে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব। **ঈশ্বর সহৃদয় ব্যক্তি** এবং স্বর্গরাজ্য প্রত্যেক শিষ্যের জন্য সমান সুযোগ দেয় তা বোঝাবার জন্য, তিনি তাদের দ্রাক্ষেত্রে কর্মচারীদের গল্প বললেন যারা এক ঘন্টা কাজ করে সারা দিনের পারিশ্রমিক পেয়েছিলো (মথি ১৯ ও ২০; মার্ক ১০; লূক ১৮)।

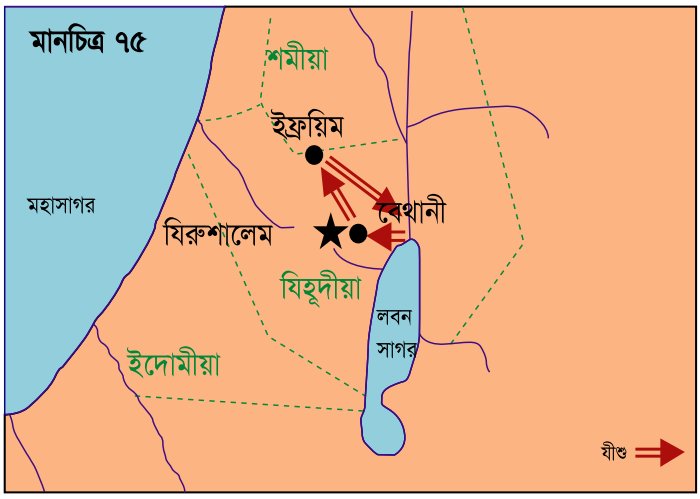

২৩৪. যীশুর নেতৃত্বে যিরুশালেম যাবার পথে, শিষ্যরা দেখে অবাক হলো যে যারা তাদের অনুসরন করছিলো তারা ভয় পাচ্ছিলো। যীশু তার ১২ জন শিষ্যকে এক পাশে নিয়ে ***ভাববাদীদের দ্বারা যা কিছু লেখা আছে মনুষ্যপুত্রের প্রতি যা যা ঘটবে তা*** তাদের ***বলতে লাগলেন,*** তিনি বললেন দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি আর ***মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হাতে সমর্পিত হবেন যারা তার প্রাণদণ্ড বিধান করবে এবং পরজাতীয়দের হাতে তাকে সমর্পণ করবে, আর তারা তাকে বিদ্রূপ করবে, তার মুখে থুথু দেবে, তাকে কোড়া মারবে ও বধ করবে। আর তিন দিন পরে তিনি আবার উঠবেন।*** যেহেতু এই কথার মানে তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, তাই শিষ্যেরা এই কথার কিছুই বুঝলো না (মথি ২০; মার্ক ১০; লূক ১৮; যিশা ৫৩)।

২৩৫. যীশুর **আত্মীয়া শালোমী** তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তার আত্মীয় যাকোব ও যোহন স্বর্গরাজ্যে তার পাশে বসতে পারবে কিনা, কিন্তু যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন যে তিনি যে পেয়ালায় পান করতে যাচ্ছেন তারা কি তাতে পান করতে পারবে, তারা দৃঢ়তার সাথে হ্যাঁ বললো এবং ***তিনি তাদের নিশ্চয়তা দিলেন,*** কিন্তু তিনি আবার বললেন তার বাবা এই জায়গাগুলো নিরধারন করেছেন। আর ১০ জন শিষ্য এই কথা শুনে রূষ্ট হলো, তাই বড় হবার জন্য যীশু তাদেরকে মনুষ্যপুত্রের মতো চাকর হতে উপদেশ দিলেন, এবং পরজাতীয় শাসকদের মত প্রভুত্ব করতে বারন করলেন (মথি ২০; মার্ক ১০)।

২৩৬. যিরীহের কাছাকাছি এসে যীশু *দুইজন অন্ধকে সুস্থ্য করলেন* এবং **সক্কেয়** নামে এক ধনী **কর আদায়কারীর** ঘরে থাকলেন, যা যিহুদীদের অসন্তুষ্ট করল। কিন্তু সক্কেয়ের মনে অনুশোচনা হলো এবং সে তার সম্পত্তির অর্ধেক গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিলো আর এই প্রতিজ্ঞা করলো যে যদি সে কাউকে কখনো ঠকায় তবে সে তার চার গুন ফেরত দেবে, যীশু তাই বলে উঠলেন যে যা হারিয়ে গিয়েছিলো মনুষ্যপুত্র তা খুজতে এসেছিলেন এবং আজ এই ঘরে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো। **যিহুদীরা তখনই ঈশ্বরের রাজ্যের উপস্থিতির কথা চিন্তা করছিলো** তাই তারা যখন তার কথা শুনছিলো তিনি তাদের একটি গল্প বলবার জন্য সেখানে গেলেন। এক ভদ্রলোক যাকে তার প্রজারা দ্বেষ করতো সে নিজের জন্য রাজপদ নিয়ে ফিরে আসবে বলে তার দশ জন চাকরকে ডেকে দশটি মুদ্রা দিয়ে দূরদেশে গেলেন এবং ফিরে এসে তারা ব্যবসায়ে কে কত লাভ করেছে তার হিসাব নিলেন, যারা ভালো কাজ করেছে তাদের উত্তম কিছু ফেরত দিলেন এবং ***এর সাথে অনেকেই জড়িত তা দেখাবার জন্য,*** তার শত্রুদের মেরে ফেললেন (মথি ২০; মার্ক ১০; লূক ১৮, ১৯)।

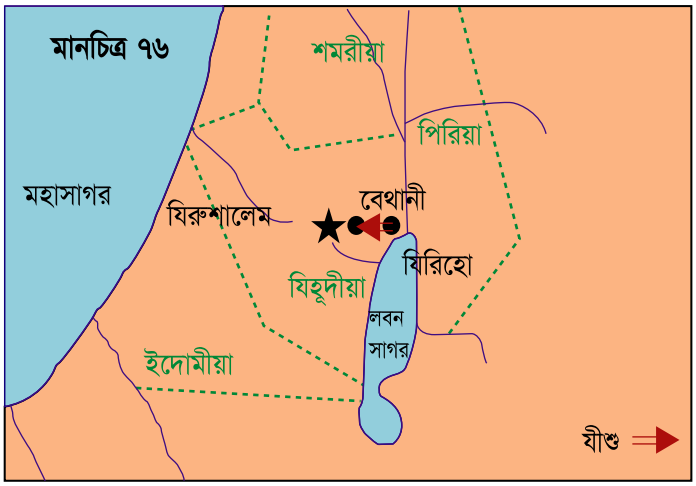

২৩৭. যীশু **তার কর্মজীবনের চতুর্থ নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে** বৈথনীয়ায় আসলেন। এ সময় প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা আদেশ দিলো যে, যীশু কোথায় আছেন তা যদি কেউ জানে তবে দেখিয়ে দিক যেন তারা তাকে ধরতে পারে। এরমধ্যে, লোকদের বিশাল এক দল যীশু সেখানে উপস্থিত জেনে তাকে ও লাসারকে দেখতে গেলো। অনেক যিহুদীই এখন লাসারের কারনে যীশুকে দেখতে যাচ্ছে বলে, *প্রধান যাজক তাকেও মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করলো* (যোহন ১১ ও ১২; লূক ১৬)।

২৩৮. পরের দিন (নিস্তারপর্বের পাচ দিন আগে), তিনি দুই জন শিষ্যকে পাঠিয়ে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসে নাই তেমন একটি গাধার বাচ্চা নিয়ে আসতে বললেন। *গাধার উপর চড়ে যীশু যেন যিরুশালেম যেতে পারেন* তাই তারা তার উপর কাপড় বিছিয়ে দিলো। উৎসবের জন্য আসা লোকদের এক বিশাল দল শুনতে পেলো যে যীশু যিরুশালেমের দিকে যাচ্ছেন, তাই তারা খেজুর পাতা নিয়ে "হোশান্না, ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন" বলে তার সাথে দেখা করতে গেলো। যীশুর স্বর্গারোহনের আগ পর্যন্ত শিষ্যরা বুঝতে পারলো না যে *এ সকলই ভবিষ্যতবাণীকে পরিপূর্ণ করছে।* এরমধ্যে যারা লাসারকে মৃত থেকে জীবিত হতে দেখেছিলেন তারা এই কথা সবার কাছে ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলো, তাই অনেকেই তার সাথে দেখা করতে আসলো, তখন ফরীশীরা পরস্পর বলতে লাগল যে তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়েছে আর জগৎ সংসার তার পশ্চাদগামী হয়েছে। যিরুশালেমের কাছাকাছি আসলে পর তিনি দুঃখ করে বললেন, তুমি যদি আজকার দিনে যা যা শান্তিজনক, তা বুঝতে, কারণ ***তোমার উপরে এমন সময় উপস্থিত হবে যে সময়ে তোমার শত্রুগণ তোমার বৎসগণকে ভূমিসাৎ করিবে ও ধ্বংস করবে ।*** যীশু যিরুশালেমে ঢোকার সময় মন্দিরে গেলেন এবং *অন্ধ ও খোড়াদের সুস্থ্য করলেন,* কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও ধর্মগুরুরা রাগ হয়ে তাকে বললো যে তিনি প্রভুর প্রশংসা করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখছেন, তাই যীশু উত্তর দিলেন যে তিনি যদি তাদেরকে চুপ করতে বলেন তবে পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে। প্রতিদিন বিকালে তিনি তার ১২ জন শিষ্যদের নিয়ে বৈথনীয়াতে ফিরে যেতেন (মথি ২১; মার্ক ১১; লূক ১৯; যোহন ১২)।

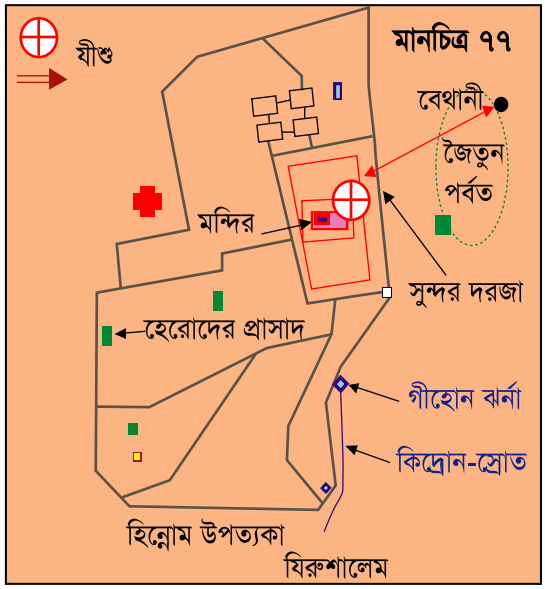

২৩৯. পরের দিন (নিস্তারপর্বের চার দিন আগে), সকালবেলা যিরুশালেমে ফেরার পথে যীশু এক ***ফলবিহীন ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিলেন।*** তিনি প্রতি নিয়ত মন্দিরে বসে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং *মন্দিরের ভিতরের ব্যবসায়ীদেরকে* আবার ***বিতাড়িত করলেন।*** এই কথা শুনে প্রধান যাজকেরা, ধর্মগুরুরা এবং নগরের নেতারা তাকে মারবার জন্য কোন উপায় খুজতে লাগলেন কিন্তু তারা ভয় পেলেন কারন লোকেরা তার প্রতিটি কথা পালন করতো। উৎসব পালন করছিলো এমন কয়েক জন গ্রীক ফিলিপের কাছে এসে তাকে বিনতি করে বললো যে তারা যীশুর সাথে দেখা করতে চান, যে পরে আন্দ্রিয়ের সাথে এসে যীশুকে বললেন কিন্তু যীশু সবার মাঝে উত্তর দিয়ে বললেন যে ***ফল ধারনের জন্য তার স্বর্গারোহনের সময় এসে গেছে।*** তিনি বললেন যে তার প্রাণ উদ্বিগ্ন হচ্ছে কিন্তু তিনি এই জন্যই এসেছেন এবং প্রার্থনা করছেন। **পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত কর!।** এরপর স্বর্গ থেকে একটি স্বর শোনা গেলো। **'আমি তাহা মহিমান্বিত করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত করিব।'** তাতে করে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হলো যে তারা বজ্রপাতের শব্দ পেলো নাকি কোন দূত তাদের মাঝে কথা বললো। পরে যীশু বললেন যে এখন ***এই জগতের অধিপতি বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আমি ভূতল থেকে উচ্চীকৃত হলে সকলকে আমার নিকটে আকর্ষণ করব,*** তিনি কিভাবে মরবেন, এই বাক্য দ্বারা তাই নির্দেশ করলেন। তখন লোকরা তাকে উত্তর দিলো যে খ্রীষ্ট চিরকাল থাকেন, তবে আপনি যার কথা বলছেন সেই মনুষ্যপুত্র কে? তখন যীশু তাদেরকে বললেন যাবৎ তোমাদের কাছে জ্যোতি আছে যাতায়াত কর এবং এই বলে তিনি তাদের মাঝ থেকে নিজেকে লুকালেন। কিন্তু যদিও তিনি তাদের মধ্যে এত চিহ্ন-কার্য করেছিলেন, তথাপি *তারা তাতে বিশ্বাস করলো না* যেন যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়। তথাপি **সেই সময় নেতাদের মধ্যে অনেকেই তাতে বিশ্বাস করলো** কিন্তু পাছে সমাজচ্যুত হয় ভেবে ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করল না (মার্ক ১১; যোহন ১২; যিশা ৫৩)।

২৪০. পরের দিন (নিস্তারপর্বের তিন দিন আগে), যিরুশালেমে যাবার উদ্দেশে বৈথনীয়া ছাড়ার সময়ে শিষ্যেরা লক্ষ্য করলো যে *যীশু যেই ডুমুর গাছটিকে শাপ দিয়েছিলেন সেটি শুকিয়ে গেছে,* এ থেকে তাদের দেখালেন যে বিশ্বাস থাকলে জলপাই পাহাড়ও নিজে থেকে সমুদ্রে পড়ে যাবে, এবং তারা যেহেতু প্রার্থনার সময় বলে থাকে যে তারা অন্যদেরকে মা করেছে তাই অন্যদেরকে মা করা বাঞ্ছনীয়। পরে তিনি মন্দিরে আসলে পর তার উপদেশ দেবার সময়ে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনরা কাছে এসে বললো সে কি ক্ষমতায় এই সব করছে, যীশু উত্তর দিলেন যোহন কোথা থেকে এই ক্ষমতা পেয়েছে, তখন তারা আর প্রশ্ন করার সাহস পেলো না কারণ সকলে যোহনকে ভাববাদী বলে মানে এবং তিনি যীশুকে সমর্থন করেছেন। যারা ঈশ্বরকে লোক দেখানো সেবা করে অনুশোচনাকারী করগ্রাহী ও বেশ্যারা তাদের থেকে আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে তা বোঝাবার জন্য যীশু দুই ছেলের গল্প বললেন। পরে ***তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে দেয়া হবে যে জাতি তার ফল দিবে,*** এইকথা বলবার জন্য তিনি আরও এক জন গৃহকর্তার ও দুষ্ট কৃষকদের গল্প বললেন যে তার পুত্রকে তাদের কাছে পাঠালেন পরে সম্পত্তি পাবার আশায় তারা তাকে মেরে ফেললো, তিনি তাদের আরও বললেন যে *তিনি ভবিষ্যতবাণী করা সেই পাথর যা নির্মাতারা বাতিল করেছিলো।* প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা বুঝতে পারলো যে তিনি তাদের বিষয়েই বলছেন আর তারা তাকে ধরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু লোক সাধারণকে ভয় করাতে তারা সেখান থেকে চলে গেলো। ঈশ্বর যাদের নিমন্ত্রন করেন তারা যদি না আসে তবে অন্যদেরকে তিনি আশীর্বাদ করবেন এই কথা বুঝাতে তিনি বিয়ে বাড়ীর ভোজের গল্প বললেন (মথি ২১ ও ২২; মার্ক ১১ ও ১২; লূক ২০; গীত ১১৮)।

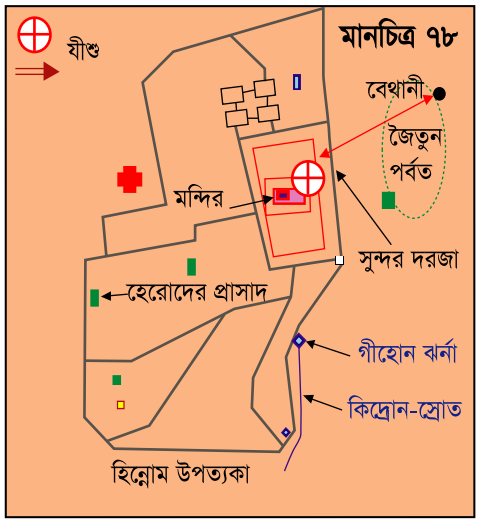

২৪১. ফরীসী এবং হেরোদীয়রা যীশুকে ফাদে ফেলবার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি না, কিন্তু যীশু তাদের দুষ্টামি বুঝে বললেন, কপটীরা কৈসরের যা তা, কৈসরকে দেও আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দেও। সদ্দূকীরাও তাকে ফাদে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলো যে সত্যিই কি পুনরুত্থান আছে, যে স্ত্রী সাত জন স্বামীকে হারিয়েছে সে পরজন্মে কার স্ত্রী হবে (সম্ভবত মশকরা করে তবিতের জনপ্রিয় যিহুদী গল্প যেখানে অস্‌মদিয় নামের এক মন্দ আত্মার মাধ্যমে সাত জনের মৃত্যু হয়)। যীশু উত্তর দিয়ে তাদেরকে বললেন যে তারা ভ্রান্ত হচ্ছে কারণ তারা না জানে শাস্ত্র না জানে ঈশ্বরের পরাক্রম, কারন তাদের তোরাহ্ যা তারা মেনে থাকে, ঈশ্বর নিজেকে তাদের মৃত্যুর শত বছর পরেও অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর" বলেন, এবং পুনরুত্থানে লোকে বিয়ে করে না আর মরেও না বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে এই কথা বলে তিনি তাদের চমকে দিলেন। এক ফরীসী তাকে সমর্থন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে কোন আজ্ঞাটি মহৎ। যীশু তাকে বললেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে," এবং "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে", যার সাথে ফরীসী একমত হলো ও যীশু তাকে বললেন যে সে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে বেশী দূরে নয়। পরে যীশু ফরীসীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে মশীহ্ যখন দায়ূদের সন্তান হন, তখন তিনি কি ভাবে তাকে প্রভু বলেন। আর সেই দিন, থেকে তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে কারও সাহস হলো না (মথি ২২; মার্ক ১২; লূক ২০; দ্বি:বি: ৬; গীত ১১০)।

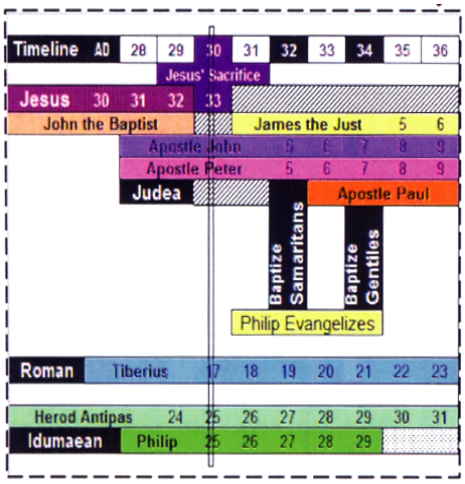

২৪২. এরপর যীশু লোক সমাজে এই বলে তার শেষ ভাষন দিলেন, যে ধর্মগুরু ও ফরীসীরা প্রতারনা শিক্ষা দেয় যা মেষের পালকে নরকে পৌছে দেয়, তারা লোক দেখানো ধর্মীয় কাজ গুলো করে আর আসল কাজ গুলো এড়িয়ে চলে, এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মত ভাববাদীদের হত্যাকারী। যিরুশালেমের আসন্ন ধ্বংসের কথা মনে করে যীশু দুঃখ করলেন, কুক্কুটীর মত তিনি তাদের সুরা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা সম্মত হলো না, কেননা তারা এখন অবধি তাকে আর দেখতে পাবে না যে পর্যন্ত না তারা তাকে চিনতে পারবে, যখন তিনি ধনাধারের পাশে বসে ছিলেন তিনি লক্ষ্য করলেন যে ধনীরা সেখানে প্রচুর পয়সা ফেলছে, কিন্তু তিনি বললেন যে এক বিধবা মহিলা যে সবচেয়ে কম পয়সা ফেললো তার দানই ঈশ্বরের চোখে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান (মথি ২৩; মার্ক ১২; লূক ২০; সখ ১২-১৪)।

২৪৩. **জলপাই পাহাড়ে বসে যীশুর শিক্ষা** ***যীশু মন্দির ছেড়ে যাবার সময় ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে তা ধ্বংস হবে,*** পরে তিনি জলপাই পাহাড়ের উপর বসলে পিতর, যাকোব, যোহন এবং আন্দ্রিয় বিরলে তার কাছে এসে বললেন আমাদেরকে বলুন দেখি এই সব ঘটনা কখন হবে আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি। তিনি তাদের ভ্রান্ত ভাববাদীদের হতে সাবধান করলেন, আর বললেন যে যুদ্ধ, দূর্ভিক্ষ এবং ভূমিকম্প হলো কষ্টের শুরু মাত্র, এবং শিষ্যদেরকে ঘৃনা ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। আর **সব জাতির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা হবে আর তখন শেষ সময় উপস্থিত হবে,** এবং যখন তাদেরকে রাজ প্রশাসক ও রাজাদের সামনে ধরে আনা হবে তখন কষ্ট পাওয়া **শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা সাহায্য করবে** । ***অতএব যখন দেখবে ধ্বংসের যে ঘৃনার্হ বস্তু দানিয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হয়েছে তা যখন পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, তখন যারা যিরুশালেমে থাকবে তারা পালিয়ে যাক কারন একে চারিদিক থেকে যিরূশালেমকে ঘিরে ফেলা হবে এবং, পরদেশীয়রা যিরুশালেম ও মন্দিরটিকে ভেঙ্গে চুরমার করবে, আর মনুষ্যপুত্র আপন মহিমায় আসবেন।*** যদিও পৃথিবী সজাগ না থাকে তবুও তিনি তাদেরকে সজাগ থাকতে বললেন (বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান চাকর), কারন বিশ্বস্তরা পুরুষ্কার পাবে কিন্তু দুষ্টরা শাস্তি পাবে (১০ কুমারী), তাই বোকার মত ও অপ্রস্তুত না থেকে সব সময় বুদ্ধি খাটাও ও তৈরী থাকো (ধন অপচয়কারী চাকর), আর ***মনুষ্যপুত্র প্রত্যেক জাতির বিচার করবে*** (মেষ ও ছাগল) (মথি ২৪ ও ২৫; মার্ক ১৩; লূক ২১; যিশা ১৩; দানি ৯, ১১-১২; সখ ১২-১৪)।

২৪৪. পরের দিন (নিস্তার পর্বের দুই দিন আগে), যীশু ***শিষ্যদেরকে বললেন যে নিস্তারপর্বের সময় তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হবে,*** এমনকি প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ মহাযাজক কায়াফার সাথে দেখা করলো আর ছলে যীশুকে ধরে মেরে ফেলবার মন্ত্রণা করলো, কিন্তু তারা বললো পর্বের সময়ে নয় পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। কিন্তু সেইদিন বিকালে যীশু যখন লাসার ও তার পরিবারের দাওয়াত রক্ষা করতে বৈথনিয়ায় কুষ্ঠ রোগী শিমোনের বাড়ীতে গেলেন, তখন তার বোন মরিয়ম যীশুর মাথায় ও পায়ে বহুমূল্য সুগন্ধি তেল ঢেলে দিলো এবং নিজের চুল দিয়ে তা মুছে দিলো। এতে করে শিষ্যদের মধ্যে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা এর প্রতিবাদ করে বললো যে এই বহুমূল্য সুগন্ধি তেল বিক্রি করে সে পয়সা তাদেরকে দিলে তারা গরীবদের সাহায্য করতে পারতো, আসলে সে সেখান থেকে টাকা চুরি করতো। তবে ***যীশু মরিয়মের প নিয়ে বললো তার সমাধির উপলক্ষে সে তার গায়ে সুগন্ধি তেল ঢেলে দিল।*** এরপর **যিহুদার মনে শয়তান প্রবেশ করলো** এবং *মাত্র ৩০ রৌপ্যমুদ্রার জন্য সে প্রধান যাজকদেরকে ও নেতাদেরকে যীশুর কাছে নিয়ে যাবার চুক্তি করলো* (মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২; যোহন ১২; সখ ১১)।

২৪৫. পরের দিন (নিস্তার পর্বের আগের দিন), যীশু নিস্তার পর্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে তার শিষ্য পিতর ও যোহনকে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন যে ***তোমরা নগরে যাও এবং এমন এক লোক তোমাদের সামনে পড়বে যে এক কলসে জল নিয়ে আসছে আর তারই পিছনে পিছনে যেও আর সে যে বাড়ীতে প্রবেশ করে সেই বাড়ীর কর্তাকে বলো, গুরু বলেছেন: যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ পালন করতে পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়? তাতে সেই লোক তোমাদেরকে উপরের একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কুঠরি দেখিয়ে দিবে,*** পরে *তারা তেমনই করলেন এবং নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন* (মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২)।

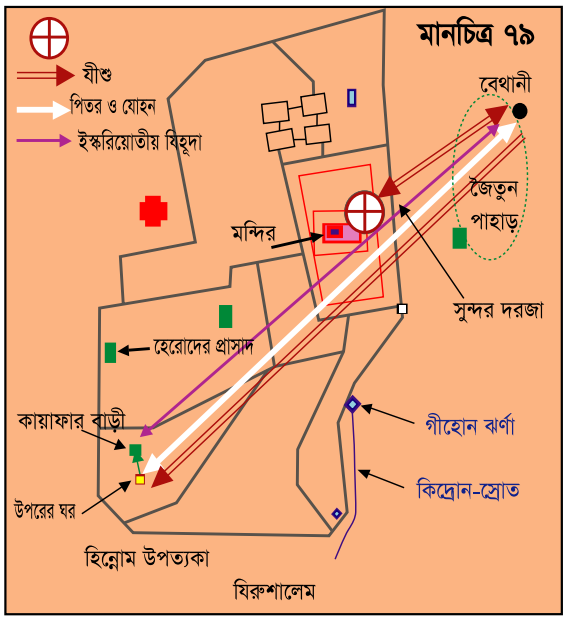

২৪৬. **সূর্যাস্তের সাথে সাথে তার কর্ম্মজীবনের চতুর্থ নিস্তার পর্ব শুরু হলো,** এবং উপরের কুঠুরীতে যীশু তার শিষ্যদের নিয়ে বসলেন এবং বললেন যে তার দুঃখভোগ শুরু হবার আগে তিনি তাদের সাথে এই নিস্তার পর্ব পালন করতে চান, কারন যতদিন না পর্যন্ত ইহা ঈশ্বরের রাজ্যে পরিপূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি এই ভোজে অংশ নেবেন না । আর তাদের মধ্যে এই বিবাদও সৃষ্টি হল যে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই যীশু তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন যে জাতিদের রাজারাই তাদের উপরে প্রভুত্ব করে বরং তাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাকে তার মত অন্যের সেবা করতে হবে। পরে তিনি তাদের বললেন যে যেহেতু তারা তার সব পরীক্ষার মধ্যে তার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর রয়েছে, আর **তার পিতা যেমন তার জন্য নিরূপণ করেছেন তিনিও তেমনি তাদের জন্য এক রাজ্য নিরূপণ করছেন,** যেন তারা তার সাথে ভোজন পান করতে পারে এবং তারা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করতে পারে। তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার কারনে, পিতরের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাদের পা ধুয়ে দিলেন, আর বললেন যে তারা তার থেকে বড় নয় এবং ***যে তার বিরুদ্ধে উঠেছে সে ছাড়া আর সবাই শুচি হলো*** (মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২; যোহন ১৩; গীত ৪১; দানি ৯)।

২৪৭. যীশু এই কথা বলার পরে তার মধ্যে শয়তান তাকে পীড়া দিতে লাগলো, আর তারা খাচ্ছেন এমন সময় তিনি বললেন টেবিলে বসে যারা তার সাথে খাচ্ছেন তাদের মধ্যে এক জন তার সাথে প্রতারনা করবে, আর যদিও মনুষ্যপুত্রকে যেতে হবে তবুও যার দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হবেন সেই মনুষ্যের জন্ম না হলে তার পক্ষে ভালই ছিল। তখন তারা দুঃখিত হলেন এবং একে একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন," সে কি আমি?"যীশুর আত্মীয় যোহন তার পাশে ছিলেন, তাই পিতর তাকে ইশারা করে তিনি কার কথা বলছেন তা জিজ্ঞাসা করতে বললো, যীশু উত্তর দিলেন যে যার জন্য তিনি রুটিখণ্ড ডুবাবেন ও যাকে দেবেন সেই। আর সেই রুটিখণ্ডের পরেই শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করলো, তখন যীশু তাকে বললেন, যা করছো, শীঘ্র কর। যিহুদা তৎণাৎ বাইরে চলে গেল, কিন্তু অন্যরা ভাবলো পর্বের জন্য যা যা আবশ্যক যীশু তাকে তা কিনে আনতে কিম্বা সে যেন গরীবদেরকে কিছু দেয় সেই জন্য তাকে বাইরে যেতে বললেন (মথি ২৬; মার্ক ১৪; যোহন ১৩) ।

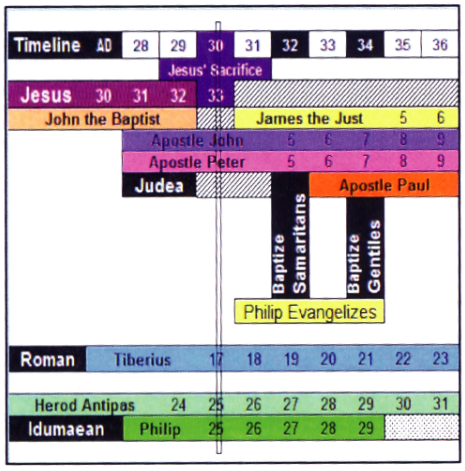

২৪৮. **ঈশ্বর তাতে মহিমান্বিত হবেন এবং তাকে মহিমান্বিত করবেন,** আর তিনি তাদের মধ্যে আর অল্প সময় থাকবেন। যেহেতু তিনি তাদের ভালোবেসেছেন তাই **তিনি তাদেরকে একে অন্যকে ভালোবাসার নতুন নিয়ম দিলেন,** এতে করে সবাই তাদেরকে ঈশ্বরের শিষ্য বলে জানবে। পরে তিনি তাদের বললেন যে শয়তান তাদেরকে শষ্যদানা চালার মতো করে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন তাই ***মেষপালককে যখন আঘাত করা হবে তখন মেষেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পরবে,*** কিন্তু ***পুনরুত্থানের পর তিনি তাদের আগে গালীলে যাবেন।*** পিতর তাকে উত্তর দিয়ে বললো যে সে যীশুর জন্য জেলে যেতে অথবা প্রাণ দিতে পারেন, তথাপি যীশু তাকে বললেন যে তিনি তার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন তার বিশ্বাস যেন লোপ না পায় আর সে একবার ফিরে আসলে পর তার ভাইদের যেন সুস্থির করতে পারে, এবং ***দুইবার মোরগ ডাকার আগে সে তাকে চেনে না বলে তিন বার অস্বীকার করবে ।*** এরপর তিনি তাদের অর্থ ও খড়গ নিতে বললেন কারন ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী ***তাকে অধর্মীদের সাথে গনণা করা হবে,*** তাই তারা বললেন যে তাদের সাথে দুইটি ছোরা আছে এবং তিনি বললেন এই যথেষ্ট (মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২; যোহন ১৩; যিশা ৫৩; সখ ১৩)।